ফের গ্রেপ্তারে চাই ম্যাজিস্ট্রেটের অনুমতি

সংবিধানের ২২ নম্বর অনুচ্ছেদে গ্রেপ্তার–সংক্রান্ত সুরক্ষা লঙ্ঘন করে কোনও অভিযুক্তকে মুক্তি দেওয়ার পর পুলিশ নিজেদের ইচ্ছেমতো তাঁকে ফের গ্রেপ্তার করতে পারবে না। ফের হেফাজতে নিতে হলে নির্দিষ্ট আইনি প্রক্রিয়া মেনে ম্যাজিস্ট্রেটের অনুমতি নিতে হবে। সোমবার এমনই গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ দিল সুপ্রিম কোর্ট। বিচারপতি উজ্জ্বল ভূঁইয়া এবং বিচারপতি অতুল চন্দুরকারের বেঞ্চ জানায়, ব্যক্তি-স্বাধীনতা রক্ষায় সংবিধানের ২২(১) এবং ২২(২) অনুচ্ছেদ নিছক প্রক্রিয়াগত নিয়ম নয়, এগুলি মৌলিক নীতি। গ্রেপ্তারের সময় অভিযুক্তকে গ্রেপ্তারের কারণ লিখিত আকারে জানানো এবং ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে হাজির করাও বাধ্যতামূলক। উল্লেখ্য, শিরোমণি অকালি দলের নেতা জসকরণজিৎ সিং দেওলের বিরুদ্ধে পকসো আইন ও ভারতীয় ন্যায় সংহিতার দায়ের হওয়া এফআইআর থেকেই এই মামলার শুরু।

উমরদের জামিনের আর্জির শুনানি হবে

২০২০ সালের ফেব্রুয়ারির উত্তর–পূর্ব দিল্লির দাঙ্গার ষড়যন্ত্র মামলায় ইউএপিএ-তে অভিযুক্ত উমর খালিদ ও শারজিল ইমামের জামিনের আবেদন ৩০ সেপ্টেম্বর শুনবে দিল্লি হাইকোর্ট। বিচারপতি প্রতিভা এম সিংহ ও বিচারপতি নীনেশ ভাটের বেঞ্চ দিল্লি পুলিশের আইনজীবী সময় চাওয়ার পর শুনানি পিছিয়ে মামলাটি ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত স্থগিত করে। ২০২০ সালের ওই দাঙ্গায় ৫৩ জনের মৃত্যু হয়, আহত হন ৭০০–র বেশি মানুষ। অভিযোগ, উমর খালিদ ও শারজিল ইমাম ওই দাঙ্গার অন্যতম মূল চক্রী। মামলাটি দিল্লি পুলিশের স্পেশ্যাল সেল তদন্ত করছে। ৪ জুলাই ট্রায়াল কোর্ট তৃতীয় বার জামিনের আবেদন খারিজ করার পর খালিদ ও শারজিল হাইকোর্টে আবেদন করেন।

‘বিরিয়ানি’ মন্তব্যে সুপ্রিম নোটিস

গুড়গাঁওয়ের অন্ধ্রাদে বিতর্কিত ‘৩৭০ টাকার বিরিয়ানি’ মন্তব্যের জেরে দায়ের–হওয়া এফআইআরগুলি এক সঙ্গে যুক্ত করার আবেদন করেছেন অভিযুক্ত কৌতুককার্গী প্রণীত মোরে। সোমবার তাঁর আবেদন কেন্দ্র, মহারাষ্ট্র ও হরিয়ানা সরকারের জবাব চেয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত, বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী এবং ভি মোহনার বেঞ্চে প্রণীতের আইনজীবী জানান, ভাতীয় মহিলা কমিশন–সহ সব জায়গায় প্রণীত ক্ষমা চেয়েছেন। আইনজীবী বলেন, মোরে অনুষ্ঠানের সঞ্চালক ছিলেন। গুড়গাঁওয়ের এফআইআরটি মুম্বইয়ের এফআইআরের সঙ্গে একত্র করাই তাঁর আবেদন। বিচার–প্রক্রিয়ার মুখোমুখি হতেও প্রস্তুত তিনি।

টরন্টো উৎসবে পুরস্কৃত নাগা ছবি

২০২৬ সালের টরন্টো আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের (টিআইএফএফ) প্ল্যাটফর্ম প্রডিগিতায় পুরস্কার জিতল নাগাল্যান্ডের পটভূমিতে তৈরি বিক্রম পাঁচ্চাকের তেজো বিভর প্রথম পূর্ণদৈর্ঘ্যের ছবি ‘অং’। তাই ২০২৭ সালের অস্কারের আন্তর্জাতিক ফিচার ফিল্ম বিভাগে ছবিটি সরাসরি বিবেচনায় চলে গেল। এ বছর প্ল্যাটফর্ম প্রতিযোগিতায় একমাত্র ভারতীয় ছবি ছিল ‘অং’। ছবের দশকের নাগাল্যান্ডের পটভূমিতে তৈরি ‘অং’–এর গল্প এক বয়স্ক গ্রামপ্রধান ও তাঁর ছেলেকে ঘিরে। পৃথিবীকে বড় পরিবর্তন এলেও তাঁরা পূর্বপুরুষদের রীতি ও জীবনযাপন আঁকড়ে–রাখা শেষ কয়েকজনের মধ্যে রয়েছেন। ১৬ মিলিমিটারে শুট–করা ছবিতে তুমীয় নাগামিজীদের সঙ্গে বাস্তা–ভাষী অভিনেতা ডগলাস হেনশলও অভিনয় করেছেন।

প্রতীক ‘ফ্রিজ’ মামলা দ্রুত শুনবে শীর্ষ কোর্ট

আবু হায়াত বিশ্বাস

দিল্লি, ২১ সেপ্টেম্বর

তৃণমূলের জোড়াফুল প্রতীক ‘ফ্রিজ’ করা, দলের নাম বদলে দেওয়ার ঘটনায় নির্বাচন কমিশনের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টের শরণাপন্ন হয়েছেন তৃণমূল নেত্রী মমতা ব্যানার্জি। সোমবার প্রধান বিচারপতির বেঞ্চে ‘উল্লেখ’ করা হয়। দ্রুত শুনানির আবেদন জানিয়ে আইনজীবী কপিল সিবাল বলেন, নির্বাচনী বিজ্ঞপ্তি জারির মাঝেই কমিশনের তরফে প্রতীক ‘ফ্রিজ’ করা হয়েছে। দ্রুত শুনানি করা হোক মামলার। তাঁর আবেদনের প্রেক্ষিতে সর্বোচ্চ আদালতের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তের বেঞ্চ জানিয়েছে, শিগগিরই মামলাটি তালিকাভুক্ত করে শুনানি হবে। মামলায় উভয় পক্ষের বক্তব্য শোনা হবে।

এদিন সকালে আইনজীবী সিবাল আদালতে জানান, ‘মমতা ব্যানার্জির তরফে এই মামলা করা হয়েছে। দলের প্রতীক ‘ফ্রিজ’ করা হয়েছে। উপনির্বাচনের বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে আগেই, তার পরে দলের নাম ও প্রতীক ‘ফ্রিজ’ করা হয়েছে। দলের তরফে আগেই বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। নির্বাচন কমিশন নতুন দৃষ্টান্ত তৈরি করছে। দ্রুত এই মামলা শুনানি করা হোক।’ প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত জানান, দ্রুত শুনানির জন্য তাঁরা চেষ্টা করবেন।

রাজ্যের দুটি বিধানসভা কেন্দ্র নদীয়ার ও রেজিনগরে উপনির্বাচন আগামী ৬ অক্টোবর। তার আগে, গত বৃহস্পতিবার নির্বাচন কমিশন তৃণমূলের দুই গোষ্ঠীর দাবি নিয়ে আধঘণ্টা শুনানি করে। তার পরেই কমিশন জানিয়ে দেয়, তৃণমূল নেত্রী মমতা ব্যানার্জি ‘ইন্ডিয়া’ তৃণমূল কংগ্রেস’ নাম এবং ‘ফুটন্ত ধানেরশিষ’ প্রতীক বরাদ্দ করে। কমিশনের বক্তব্য, ১৯৬৮ সালের নির্বাচনী প্রতীক (সংরক্ষণ ও বরাদ্দ) নির্দেশ অনুযায়ী বিষয়টির পূর্ণাঙ্গ নিষ্পত্তি হয়েছে। পরদিন মমতা–শিবিরকে আলাদা উপনির্বাচনের জন ‘মমতা বলে ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেস’ নাম এবং ‘ফুটন্ত বেলুনের’ প্রতীক বরাদ্দ করা হয়। প্রতিদ্বন্দ্বী স্বতন্ত্র ব্যানার্জি শিবির দেখাতে ‘ডোমোজান্টিক তৃণমূল কংগ্রেস’ নাম এবং ‘ধাম’ প্রতীক। ১৮ সেপ্টেম্বর শুক্রবার বিকেলেই প্রতীক ‘ফ্রিজ’ নিয়ে আদালতের দ্বারস্থ হন মমতা। নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্তের সমালোচনা করে মমতা ব্যানার্জি বলেন, দলের পতিষ্ঠা হারানোর ষড়যন্ত্রাদারও। মূল নাম ও প্রতীক ফিরে পেতে রাজনৈতিক, গণতান্ত্রিক ও আইনি পথে লড়াই চালিয়ে যাওয়ার কথাও জানান তিনি।

‘ত্রুটিপূর্ণ’ এসআইআরের ফাঁদে পড়েছেন বিজেপি নেতারাও, দাবি খাড়গের

আজকালের প্রতিবেদন

দিল্লি, ২১ সেপ্টেম্বর

ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন (এসআইআর) নিয়ে নির্বাচন কমিশনের তরফে লাগু করা নোটিস পাঠানো নিয়ে বিতর্ক হয়েছে দিল্লিতে। আর এই নোটিস ঘিরে ওরু হয়েছে রাজনৈতিক বিতর্ক। কমিশনের বিরুদ্ধে ফের সরব হয়েছেন বিরোধী নেতারা। কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে সোমবার বলেন, এসআইআর একটি ‘ত্রুটিপূর্ণ প্রক্রিয়া’, যার জেরে এখন বিজেপির নেতারাও সমস্যার পড়ছেন। তাঁর অভিযোগ, ভোটাধিকার খর্ব করার মতো এই প্রক্রিয়ায় সাধারণ মানুষের পাশাপাশি শাসকে একাধিক পরিচিত ব্যক্তিকেও অসন্তুষ্ট করছে নির্বাচন কমিশন।

গত কয়েকদিনে গ্রাজুন উপাধ্যায়সহ লালকৃষ্ণ আদবানি, বর্তমান বিধেশসহ এই অন্তঃশহর, একাধিক রাজ্যসভার সাংসদ, প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এবং প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী নোটিস পেয়েছেন। এর আগে ‘আরতরত্ন’ বিজ্ঞানী সিএনআর রাও এবং প্রাক্তন নৌবাহিনী আডমিরাল অরুণ প্রকাশকেও নোটিস পাঠানো হয়েছিল। দিল্লিতে মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা, আম আদমি পার্টির প্রধান অরবিন্দ কেজরিওয়াল, প্রাক্তন উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনকড় এবং বিধায়ক অতিশী এসএস সাদুর নামও নোটিস প্রাপকদের তালিকায় এসেছে। পূর্ববর্তী এসআইআরের নথিপত্রের সঙ্গে নামের বানান মিলল থাকার কারণে নোটিস পাঠানো হয়েছে বলে কমিশন ও আইনজীবী কপিল সিবাল এবং বিধেশ সচিব কিরণ মিত্রকে। বাংলার এসআইআর প্রসঙ্গ তুলে সরাসরি প্রশ্ন তোলেন খাড়গে। তাঁর দাবি, এসআইআরে নাম বাদ পড়া ভোটারদের মধ্যে যে–সব আপিলের নিষ্পত্তি হয়েছে, তার প্রায় ৯৯ শতাংশ ক্ষেত্রেই ভোটারদের নাম ফের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। তা হলে কোন ভিত্তিতে তাঁদের ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছিল, প্রশ্ন করেছেন সভাপতির। তাঁর বক্তব্য, এই পরিসংখ্যানই প্রাথমিক ভাবে বাদ দেওয়ার পদ্ধতি নিয়ে প্রশ্ন তৈরি করছে।

আধার হাউজিং ফিনান্স লিমিটেড

Aadhar Housing Finance Ltd

কর্পোরেট অফিস: অফিস নং ৫০১ ও ৫০৩, ফ্লোর নং ৫, সাইটিজম, সাকি বিহার রোড, আন্ধেরি ইস্ট, মুম্বই মহারাষ্ট্র -৪০০০৭২

ব্যারাকপুর শাখা অফিস: ট্রাফ নং ১–এ, হাউজ নং ৩১(১), ফার্স্ট ফ্লোর, পুণ্যস্রাঙ্গন আপার্টমেন্ট, ব্যারাকর রোড, ওয়ার্ড নং ৩, সেকেন্ড লেন, বিধানপল্লী, পানানিয়া নাগরিকেতনের নিকটে, ব্যারাকপুর, কোলা উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ–৭০০১২২।

অনুমোদিত আধিকারিক: বিক্রান্ত কুমার, মোবাইল: ৯০০৭০২৭৫৬৫

সারফায়সি অ্যাক্ট, ২০০২–এর সংস্থানসমূহের অধীনে ব্যক্তিগত চুক্তির মাধ্যমে সম্পত্তি বিক্রির নোটিস

যেহেতু আধার হাউজিং ফিনান্স লিমিটেড (এএইচএফএল)–এর অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২–এর ১৩(১২) ধারাদীন নিহিত ক্ষমতাবলে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২–এর রুল ৯(১)–এর সাথে পঠনীয় নির্দেশাবলীর অধীনে এবং এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২–এর ১৩(২) ধারাদীন অর্পিত অন্যান্য ক্ষমতাবলে এবং তাদের সাথে পঠনীয় ১৫.০৭.২০২৫ তারিখে দাবির নোটিস জারি করে ঋণগ্রহীতা সুমিত্রা দেবী, সুমিত কুমার এবং সুমিত কুমার–কে তাঁদের উপরে উল্লিখিত নোটিসে উল্লিখিত ৩০ দিনের মধ্যে নোটিসে অন্তর্ভুক্ত দাবির সম্পূর্ণ অর্থ পরিশোধের জন্য আহ্বান করা হয়েছিল। ঋণগ্রহীতারা দাবির সম্পূর্ণ অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায় এতদ্বারা বিশেষত এবং সর্বসাধারণকে এবং বিশেষত ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদারদের এই নোটিস দ্বারা জানানো হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী এই নিম্নে বর্ণিত সম্পত্তির দখল ১৩ নভেম্বর ২০২৫ তারিখে নিয়েছেন।

বিশেষত উক্ত ঋণগ্রহীতারা এবং জনসাধারণকে এতদ্বারা এই সম্পত্তিগুলির সঙ্গে লেনদেন না করতে এবং উক্ত সম্পত্তির সঙ্গে যে কোনও লেনদেন হবে তা আধার হাউজিং ফিনান্স লিমিটেড–এর চুক্তিসাপেক্ষ হবে।

ঋণগ্রহীতার দৃষ্টি নিম্নে প্রদত্ত সময়সীমা সম্পর্কিত বিধানের প্রতি আকর্ষণ করা হচ্ছে।

সুরক্ষিত সম্পত্তিগুলি নিম্নে প্রদত্ত সময়সীমা সম্পর্কিত বিধানে উক্ত আইনের ১৩ (৮) ধারা–এর উপলব্ধ সাংস্কৃতনিক প্রতি সংক্রান্ত ঋণগ্রহীতার মনোযোগ আকর্ষণ করা হচ্ছে।

ক্রম সংখ্যা	ঋণগ্রহীতার নাম	সম্পত্তির বিবরণ	দখলের তারিখ	বিধিবদ্ধ দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ	দাবিকৃত অর্থ (₹)
১	অশোক কুমার মণ্ডল, অঞ্জলি মণ্ডল, দেবেশ নাথ মণ্ডল, বাবলু মণ্ডল, বীনা মণ্ডল	মামান্য জমিসহ ওই ডেসিলেস পরিমাণের সমস্ত জমি যার এলাকা ৩৫১ বর্গ ফুট, ২৩১ বর্গ ফুট, সি এস খতিয়ান নং ১৪১, আর এস দাগ নং ১৩৯, আর এস খতিয়ান নং ৪৪৪, মৌজা- উত্তর কাশীপুর, থানা- কাশীপুর, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনা, সাবিপুকুর রায় মহাশয়ের সীমানা যার অন্তর্ভুক্ত হয়ে আপার্টমেন্ট, এবং তার সমস্ত ভোগ অধিকার, এবং তার সমস্ত ভোগ অধিকার সহ যার সমস্ত ভোগ অধিকার সহ যার সমস্ত ভোগ অধিকার সহ য